উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
১।	স্থানীয় মুদ্রা (জিওবি অংশ) (সিডি ভ্যাট ব্যতিত) বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দকৃত জিওবি অংশের তিন কিস্তি পর্যন্ত অর্থ জুলাই-মার্চ (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করতে পারবে। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রয়োজন হবে। (২) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বরাদ্দ অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে চতুর্থ কিস্তি সহ যে কোন কিস্তির অর্থ এপ্রিল - জুন (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করা যাবে। এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে। (৩) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট সরকারের পাওনা ডি. এস. এল. কিস্তিভিত্তিক পরিশোধ সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দুই কিস্তির সমপরিমান অর্থ জুলাই-ডিসেম্বর (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করতে পারবে। তৃতীয় কিস্তির অর্থ সরকারের পাওনা ডিএসএল পরিশোধ এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি ক্রমে জানুয়ারী - মার্চ (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করা যাবে। (৪) সরকারের পাওনা ডি. এস. এল. পরিশোধ এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ অনুযায়ী চতুর্থ কিস্তির অর্থ এপ্রিল - জুন (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করা যাবে। (৫) সংশোধিত এডিপি/বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে চতুর্থ কিস্তির অর্থ অন্যান্য বর্ধিত বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি করতে হলে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রয়োজন হবে।	(১) যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড় করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। (২) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক নগদে জমা সাপেক্ষে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। (৩) তৃতীয় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে কার্যক্রম বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।	(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে (কিস্তি ভিত্তিক/একত্রে) বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ অতিরিক্ত কিস্তিতে অবমুক্ত করা যাবে। (২) অর্থ বছরের শুরুতে (১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিভাজন আদেশ জারী করবে। অনুমোদিত পিসিপি/পিপি/টিএপিপি অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ অনুসরণেই বিভাজন আদেশ জারী করতে হবে। উন্নয়ন বাজেট/এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর রাজস্ব মূলধন পরিবর্তন করাসহ অননুমোদিত/ সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভাজন পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। (৩) প্রস্তাবিত বিভাজন এবং অনুমোদিত প্রকল্প ছকে বর্ণিত সংস্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য হলে তা পরিবর্তনে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি নিতে হবে। (৪) উন্নয়ন বাজেটের মূল বরাদ্দে কোন পরিবর্তন হ'লে সংশোধিত বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধিত বিভাজন আদেশ জারী করতে হবে। (৫) বিভাজন অনুমোদনের সরকারী আদেশ সংলগ্নী-১ -এ বর্ণিত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী এবং অর্থ অবমুক্তির আদেশ সংলগ্নী-২ (স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে অর্থ অবমুক্তির আদেশ সংলগ্নী ৩) অনুযায়ী জারী করতে হবে। (৬) অর্থ বিভাগে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংলগ্নী - ৪ ও ৫ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে। স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যাংক একাউন্টের স্টেটমেন্ট প্রস্তাবের সংগে প্রেরণ করতে হবে। (৭) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত জারীকৃত সকল সরকারী আদেশের অনুলিপি অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন শাখায় প্রেরন করতে হবে। (৮) ডিএসএল বাবদ সরকারের প্রাপ্য অর্থ নগদে জমা প্রদান ব্যতিরেকে কোন কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করতে হলে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি নিতে হবে।